



127974 - চাকুরীজীবী নারী কভিবে ইদ্দত পালন করবনে

প্রশ্ন

একজন চাকুরীজীবী মুসলমি নারীর স্বামী মারা গছনে। সনে নারী এমন এক দেশে রয়ছনে যনে দেশে কারনে নকিটাত্মীয় মারা গলে তাকে তনিদিনরে বশে ছুটি দিয়ে না। এমন পরসিথতিতে এ নারী কভিবে ইদ্দত পালন করবনে? কনেনা তনি যদি শরয়িত নরিদশেতি সময় ইদ্দত পালন করতনে যান তাহলে চাকুরীচযুত হবনে। এমতাবসথায় জীবকি অর্জনরে স্বার্থনে তনি কি দ্বীনি আবশ্যক বিষয় বর্জন করবনে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

তার উপর আবশ্যক হলো শরয়িত নরিধারতি সময় ইদ্দত পালন করা এবং ইদ্দত পালনকালীন গনেটা সময়ে তনি শরয়িত নরিদশেতি শোক পালন করবনে। দিনরে বলো তনি চাকুরীতে যতে পারবনে। কনেনা এটি তার গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াজনরে অন্তর্ভুক্ত। মৃত স্বামীর ইদ্দত পালনকারী নারীর জন্য তার প্রয়াজনে দিনরে বলোয় বনে হওয়া জায়যে মর্মে আলমেদরে প্রত্বক্ষ উক্তিরয়ছে। চাকুরী মানুষরে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াজনরে অন্তর্ভুক্ত। যদি রাতনে বনে হওয়ার প্রয়াজন হয় তাহলে সনেটা তার জন্য জায়যে হবনে; চাকুরী থকনে বরখাস্ত হওয়ার আশংকার মত জরুরী প্রকেষতিনে। চাকুরী থকনে বরখাস্ত হলে তাকে যনে কষতরি মুখনেমুখি হতনে হবনে সনেটা অজানা নয়; যদি সনে চাকুরীটির মুখাপকেষী হয়। আলমেগণ ইদ্দত পালনকালীন সময়ে স্বামীর বাড়ী থকনে বনে হওয়া জায়যে হওয়ার বশে কছি কারণ উল্লেখে করছনে। সনে কারণগুলনের কনে কনেটি চাকুরীর জন্য বনে হওয়ার চয়ে তুচ্ছ। এ কষতেরনে দললি হলো আল্লাহতাআলার বাণী: “তনেমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর”।[সূরা তাগাবুন, ৬৪: ১৬] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “যখন আমি তনেমাদেরকনে কনে নরিদশে প্রদান করি তখন তনেমাদের সাধ্যনে যতটুকু আছে ততটুকু আদায় কর।”[হাদসিটি সর্বসম্মতক্রমে সহহি] আল্লাহই সর্বজ্ঞাণী।[ফাতাওয়া বনি বায (২২/২০১) সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞাণী।